আবুল হোসেনের সাম্প্রতিক দু'টি গ্রন্থ

মারুফ রায়হান

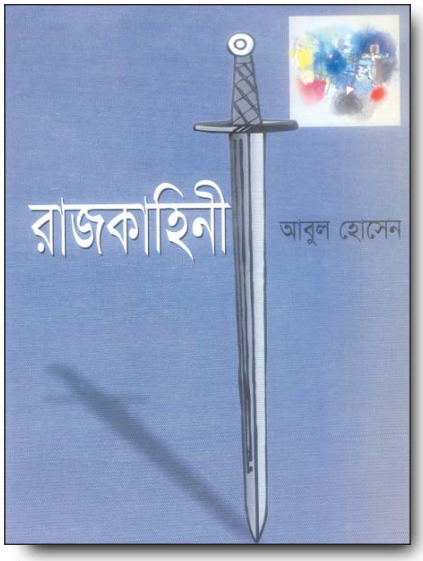

সমকালীন বাংলা ভাষার বয়োজ্যেষ্ঠ কবির নাম আবুল হোসেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, শওকত ওসমানের সমসাময়িক এই কবি সান্নিধ্যলাভ করেছেন বাংলা ভাষার তিন কালজয়ী কবি রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জীবনানন্দ দাশের। চল্লিশের দশকে তাঁর কাব্যযাত্রার সূচনাকাল থেকেই তিনি ভিন্ন পথের পথিক। কবিতাকে তিনি শিক্ষিত নাগরিক কথ্য-ভাষার কাছাকাছি নিয়ে এসেছেন। কবিতা কতো সহজ, কাব্যিপনাবর্জিত, রহস্যরহিত, সাদাসিধা হতে পারে তারই সাধনা করে গেছেন এই কবি।

কবি আবুল হোসেনের সাম্প্রতিক কাব্যগ্রন্থ 'রাজকাহিনী'। এটি ৩১টি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলো প্রবলভাবে ধারণ করে আছে কবির চেনা বৈশিষ্ট্যই। তবে খেয়াল করবার দিক হলো, বিষয় হিসেবে স্বয়ং কবি এর আগে অন্য কোনো কাব্যে এতখানি প্রাধান্য বিস্তার করেননি। আয়ুর প্রান্তসীমায় পৌঁছে কবি যেন ফিরে তাকাচ্ছেন পেছনের দিনগুলোর দিকে। একটি দু'টি রচনায় তো ফিরে গেছেন পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেকার দিনে; তৎকালীন কাব্য-পরিবেশের স্মৃতিচারণ করেছেন। আরো লক্ষণীয় হলো, বারবার মৃত্যুর কামড়ের স্বাদ গ্রহণ করেও প্রত্যাবর্তনের আকস্মিকতার কথা বলেছেন, খুঁজেছেন সেই প্রত্যাবর্তনের অর্থ। জীবনের বর্তমান পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের যন্ত্রণাকে দোজখে দহনতুল্য বলে অভিহিত করেছেন। এবং পুনরায় প্রকাশ করেছেন নিজের কবিতা নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা রীতিনীতির কথা। এক অর্থে এই গ্রন্থে কবি আত্মআলোচনা করেছেন; আপন আরশিতে বারবার নিজ অবয়ব দেখেছেন; কথা বলেছেন নিজেরই সঙ্গে। এই প্রবণতার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে একজন সহৃদয় প্রাজ্ঞ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব; সেইসঙ্গে প্রেমিক মনের আর্তি ও আকুলতা। তবে কোথাও কোনো অসংযমী প্রকাশ নেই, অপরিমিত আচরণ নেই। সামান্যতম উচ্ছ্বাস নেই, ভাবাবেগ তো নয়ই। আছে সঙ্গত সংহত আবেগ।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, এই কাব্যে কবি আবুল হোসেন দেশপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন নানাভাবে, এমনকি দেশের দুর্দশার চিত্র এঁকেও। 'দেশকাল' কবিতায় বলছেন : যায় যায়, সব যায়–/ ধর্ম, সত্য, নীতির কঙ্কাল আজ ধুলোয় লুটোয়।/ মানুষের বেশে ঘুরে বেড়ায় হায়েনা সারা দেশে/ দারুণ দাপটে। রাজকাহিনীর কবিতাগুলো যখন পড়ছি তখন টেংরাটিলার গ্যাসকূপের আগুনের উচ্চতা ৫০০ ফুট ছাড়িয়ে গেছে। এ এক ভয়াবহ জাতীয় বিপর্যয়, এবং অবশ্যই মানবিক বিপর্যয়ও। বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি কবি আবুল হোসেন 'তারা ফিরে আসে' কবিতায় 'অন্য লেবাসে এশিয়া আফ্রিকায় হাভাতে লুটেরা তেল আর গ্যাসের ব্যাপারীদের ফিরে আসার' কথা বলছেন।

তৃতীয়ত, এই কাব্যের একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে ভোগসর্বস্বতা ও অপক্ষমতার দাপটের বিপরীতে সাহসী সুন্দরের বিদ্রূপ এবং তির্যকতা; গ্রন্থের নামকরণের নেপথ্যেও রয়েছে এই বিষয়টি। কোনো বৈপ্লবিক বাণী, বা স্লোগান অনুপস্থিত এখানে; আছে শব্দের চাবুক, স্বরের দৃঢ়তা, বাচনের বিশিষ্টতা। 'তুমি ও আমি', 'রাজাবাবা', 'রাজকাহিনী', 'শেষ ফায়সালা'– এই দলভুক্ত কবিতা। 'তুমি ও আমি' এমন নামে রচিত কবিতার বিষয় নর-নারী, অর্থাৎ প্রেমিক-প্রেমিকা নয়– এটাই প্রথম চমক। এলিট ক্লাসের একজন কেউকেটা ও একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনচরিত সহজ ও অল্প কথায় এই কবিতায় উপস্থাপিত। 'তুমি ও আমি' কবিতাটিতে ছন্দের কাজও আলাদাভাবে নজর কাড়ার মতো। এটি সনাতন স্বরবৃত্তে নাকি নিরীক্ষাধর্মী মাত্রাবৃত্তে লেখা সেই ধাঁধায় পড়ে যাবেন পাঠক।

এই কাব্যে কবি আবুল হোসেন শিল্পের যে-কাজগুলো করেছেন তা তাৎপর্যপূর্ণ; বিশেষ করে অন্ত্যমিল, মধ্যমিলের যে-জাদু রয়েছে তা আকর্ষণীয়। জমি-কমই, ঘরকুনো-কক্ষনো, ছলনা-হলো না– এরকম আশ্চর্য সব মিল দিয়েছেন। মধ্যমিলের চমৎকার দৃষ্টান্ত হয়েছে মাত্রাবৃত্তে রচিত 'হার মানি' কবিতাটি। লক্ষ্য করা যাক:

সাধ ছিল যত, ছিল না সমান সাধ্য
আরাধ্য *তা'ই*
বেশি *টা'ই* বাকি রয়ে গেল।
এলোমেলো কাজ *যেখানে* যা রেখে যাই
তা নিয়ে বড়াই করিনি, করিনি আমি।
জানে অন্তর্যামী।

(নিম্নরেখ ও বাঁকা হরফ দিয়ে শব্দের মিলগুলো দেখানো হয়েছে।)

চতুর্থত, কবির প্রবল প্রেমানুভূতির কথা না বললে অবিচার করা হবে। সেইসঙ্গে বলতে হবে বাৎসল্যের কথাও। 'হলুদের দিনে' কবিতায় কন্যার হলুদের উৎসবের নেপথ্যে পিতা-পুত্রীর গভীরতম কষ্টের অভিব্যক্তি কবিতাটি ধারণ করে আছে, যা আত্মজার বিয়েতে শিক্ষিত নগরবাসী সকল জনকের হৃদয়ানুভূতিরই শিল্পিত প্রকাশ হয়ে উঠেছে। প্রয়াত স্ত্রীর জন্যে কবির ভালোবাসা ও নির্ভরতার প্রকাশও ঘটেছে একাধিক কবিতায়। প্রেমাস্পদার জীবনাবসান ঘটলেও প্রেমের মৃত্যু নাই– এমন জোরালো ধারণা দেয়া হয়েছে 'সহযাত্রী' কবিতাটিতে। তবু প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রেমিকের হাহাকার-ভরা অসহায় উচ্চারণ– 'তুমি কি স্বপ্নেও আর আসবে না?' (স্বপ্নেও আসবে না)

বাংলা কবিতার একনিষ্ঠ পাঠকদের জন্যে অনেক আকর্ষণীয় উপাদান আছে 'রাজকাহিনী' কাব্যগ্রন্থে।

পাঠকের জন্যে সুসংবাদ যে কবি আবুল হোসেন তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত করেছেন। 'আর এক ভুবন' নামের এই জীবনীগ্রন্থে তিনি ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত স্মৃতিকথা লিখেছেন। এর আগে প্রকাশিত আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের (ছোট এ ভুবন আমার) আলোচনা এই কলামেই পত্রস্থ হয়েছিল। কবির জীবনের প্রথম পঁচিশ বছরের কথা ছিল ওই প্রথম খণ্ডে। সেখানে আমরা লক্ষ্য করেছিলাম কবির বৈশিষ্ট্যময় লেখনীশক্তি। আত্মজীবনীতে আত্মপ্রচারের প্রচলিত রীতি এড়িয়ে লেখক

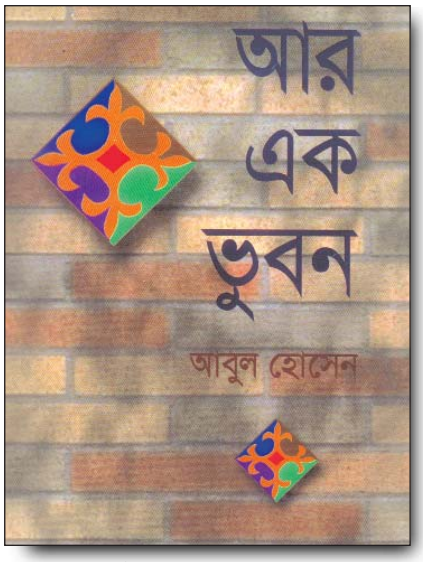

বইটিকে তাঁর যাপিত সময়ের একটি আকর্ষণীয় এ্যালবামে পরিণত করেছিলেন। এমনকি আত্মজৈবনিক উপন্যাস পাঠের আনন্দও পাওয়া গিয়েছিল কবির আত্মজীবনী পাঠে। আত্মজীবনীর বর্তমান খণ্ডটিও পূর্বেকার গ্রন্থের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে।

'আর এক ভুবন'-এর কেন্দ্রীয় চরিত্র একজন পেশাজীবী আধুনিক মানুষ, যিনি প্রথমে আয়কর বিভাগ, এরপর তথ্য বিভাগের প্রকাশনা দপ্তর এবং শেষে রেডিওতে কর্মরত ছিলেন। বসবাস করেছেন ময়মনসিংহ, সিলেট, ঢাকায়। পেশার সূত্রে প্রবাস যাপনও করেছেন বিভিন্ন মেয়াদে। অন্যদিকে তিনি একজন বিশিষ্ট কবি। স্বদেশ এবং প্রতিবেশী দেশের পত্র-পত্রিকায় কবিতা ছাপাতেন। যোগ দিতেন বিভিন্ন সাহিত্য সভা ও সম্মেলনে। ফলে সঙ্গত কারণেই আত্মজীবনীতে এসবেরই বিবিধ বিবরণ এসেছে। তৎকালীন শিক্ষিত মুসলমান সমাজ সম্পর্কে লেখকের নির্মোহ পর্যবেক্ষণ অবশ্যই এই গ্রন্থের মূল্যবান অংশ। তিনি লিখেছেন : মুসলমান সমাজে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠার সেই প্রথম দিকে শিক্ষিত মানুষের বড় অংশই নয়, অগ্রবর্তী অংশটাই ছিল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। তবু তাদের মধ্যে খাওয়া-পরা-থাকা, সংসার করার মতো নেহাত শারীরিক চাহিদা অনুধাবনের বাইরে মানুষের যে আরো অনেক কিছু করার আছে সেই ভাবনাটা কেন যেন তেমন গড়ে উঠছিল না। যখন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল না, তখনো বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে একটা ছোটখাটো শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণী ছিল। কিন্তু তারা বাংলার অনুরাগী ছিল না। কি ভাষার, কি জাতির। মনের খোরাক মেটানোর জন্য তাদের বেশির ভাগেরই আসক্তি ছিল নাচ, গান-বাজনা, খেলাধুলা, শিকার। সাহিত্য বা ললিতকলা তাদের বিশেষ আকর্ষণ করেনি। (পৃ ২৫)

লেখকের স্বল্পকালীন ময়মনসিংহ বাসের সময়ে তিনি টাঙ্গাইল ও বাজিতপুরে যেতেন মাঝেমধ্যে। ওই দুই জায়গায় যাঁদের সঙ্গে পরিচিত হন তাঁদের ভেতর আছেন কবীর চৌধুরী (তখন টাঙ্গাইলে বেসামরিক সরবরাহ বিভাগের মহকুমা নিয়ন্ত্রক), গাজী শামছুর রহমান (তখন বাজিতপুরের মুন্সেফ)। আয়কর বিভাগে চাকরির সুবাদে লেখক সরকারের ওই বিভাগের পরিবেশ এবং আয়করদাতাদের প্রবণতা সম্পর্কে বেশ কিছু কৌতূহল-জাগানো মন্তব্য করেছেন। তবে এই গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তৎকালীন রেডিওর কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদ স্মৃতিচারণ। সে-সময়ে টেলিভিশন ছিল না, বেতারই ছিল একমাত্র ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম। রেডিওর অনেক অভিজ্ঞতাই তুলে ধরেছেন লেখক। তার ভেতর মজার অভিজ্ঞতাও আছে কিছু। সে-সময়ে সেবামূলক মানসিকতাও কাজ করতো বাঙালী কর্মকর্তাদের ভেতর। দু'জন ঘোষিকার কথা উল্লেখ করেছেন লেখক পরবর্তী জীবনে যারা অত্যন্ত সফল হয়েছেন;

১৯৫৭ সালে রেডিও পাকিস্তানে সাহিত্য আসর পরিচালনা করছেন কবি আবুল হোসেন। বাঁ দিক থেকে আহসান হাবীব, ফররুখ আহমদ, লেখক, বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রাহমান এবং আবদুল কাদির

তাদের কাজ দেয়া হয়েছিল শুধু একারণে যে অর্থের অভাব যেন তাদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের পথে অন্তরায় হয়ে না দাঁড়ায়।

নামী-দামী কবি-সাহিত্যিকদের আমন্ত্রণ জানানো হতো রেডিওতে অনুষ্ঠান করার জন্যে। তরুণদেরও ডাক পড়তো, বলাই বাহুল্য সেই সব তরুণ পরবর্তীকালে স্বনামধন্য হয়েছেন। কবি জসীমউদ্‌দীন সম্পর্কে লেখক বলছেন : রেডিওতে জসীমউদ্‌দীন ছিলেন অপরিহার্য। গানে, নাটকে, কবিতায়, কথিকায় সব অনুষ্ঠানে তাকে প্রয়োজন। তার গান আর কবিতার কথা তো সবাই জানত। তার নাটক ও কথিকাই ছিল আমার কাছে পরম বিস্ময়।

একবার রেডিওতে অনুষ্ঠানশেষে কথায় কথায় ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর কন্যা অন্নপূর্ণা সম্বন্ধে লেখককে বলেছিলেন যে সে তার স্বামীর (রবি শংকর) চেয়েও ভালো সেতার বাজায়। কিন্তু প্রকাশ্যে অন্নপূর্ণা বাজাতেন না স্বামী খাটো হয়ে যাবেন এই আশংকায়। এরকম টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণে ভরা 'আর এক ভুবন' বইখানি। আগ্রহী পাঠক পাবেন অনেক অজানা তথ্য। যেমন, প্যারিস ভ্রমণের সময় লেখকবন্ধু সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহকে আবুল হোসেন সাহিত্য পত্রিকা 'সংলাপ' দেখতে দিয়েছিলেন। দেখে তিনি এতটাই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যে অল্প দিনের ভেতর লিখে ফেলেন নাটক 'একটি বিচারকের কাহিনী'।

'আর এক ভুবন' একজন কবির আত্মজীবনী তো বটেই, এটি পাকিস্তানের জন্ম থেকে শুরু করে বাংলাদেশের নবসূর্যোদয় পর্যন্ত মহাসময়ের এক বহুবর্ণিল জীবনালেখ্যও। কবি আবুল হোসেনের কবিতাপাঠক তথা আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেমিকদের জন্যে এই গ্রন্থ অবশ্যপাঠ্য। কবির অন্তরঙ্গ পরিচয় জানার জন্যে আত্মজীবনীর চাইতে উপকারী আর কী হতে পারে। কবিরাই সবচেয়ে স্বচ্ছ সাবলীল সুখদ সুগম্য গদ্য লেখেন। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত এই বইটি। আমরা কবির আত্মজীবনীর পরবর্তী খণ্ডের প্রতীক্ষায় থাকলাম।

পুনশ্চ

এই অগস্টে কবি আবুল হোসেন চুরাশিতে পা রাখছেন। তাঁকে জন্মদিনের আগাম শুভেচ্ছা। তাঁকে ঘিরে কবি এবং কবিতানুরাগীরা একটি উৎসবে মেতে উঠতে পারেন কিনা নিশ্চয়ই সকলে ভেবে দেখবেন। আমাদের দেশে এর আগে কোনো কবি আশি পেরোননি। বাংলা ভাষার কবিদের ভেতর রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন দীর্ঘায়ু, ৮২ বছর।

** রাজকাহিনী॥ আবুল হোসেন॥ আগামী প্রকাশনী॥ প্রচ্ছদ উত্তম সেন॥ পৃষ্ঠা ৪৮॥ মূল্য ৫০ টাকা॥ * আর এক ভুবন॥ আবুল হোসেন॥ অবসর॥ প্রচ্ছদ প্রতীক ডট ডিজাইন॥ পৃষ্ঠা ১৯০॥ মূল্য ১৮০ টাকা॥*

marufraihan@yahoo.com